স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

হিন্দু সংহতি

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 6, D.L. No. 140 dt 25/08/2010, Rs. 1.00, April 2011

আমরা অনেকেই বলে থাকি শব্দ ব্রহ্ম। বহু পণ্ডিতও বলে থাকেন। আমরাও বিশ্বাস করি, মিথ্যে বলেই বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়। কিন্তু ভেবে দেখি না, ব্রহ্ম সৃষ্টি করা যায় না, শব্দ সৃষ্টি করা যায়।

—শিবপ্রসাদ রায়

হিন্দু সংহতির তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

সংগ্রামী হিন্দু শক্তির প্রদর্শন হল রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আন্তর্জাতিক হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১১, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে “হিন্দু সংহতির” তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হল সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে। তিন বছর পূর্বে হিন্দুর উপর অন্যায় অত্যাচার মুসলিম কর্তৃক হিন্দু বিতাড়ন, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রাম করার পথকে বেছে নিয়ে তপন কুমার ঘোষের নেতৃত্বে জন্ম হয়েছিল হিন্দু সংহতির। সংহতির জন্ম লগ্ন থেকেই তাকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক, কু-চক্রান্তকারী ও বর্বর শক্তির প্রবল আঘাতেও সংহতি তার চলার পথ থেকে এক বিন্দুও টলেনি। সংহতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দরা কারাবরণ করেছেন। তবুও তাঁরা বিচলিত হননি। অত্যাচারিত হিন্দুর মনে হিন্দু সংহতি সংগ্রামের যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল সেই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গ্রামবাংলা ও শহরতলির কুড়ি হাজার হিন্দু ১৪ই ফেব্রুয়ারী উপস্থিত হয়ে ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে।

সংহতি সংগ্রামের পথ বেছে নেওয়াতে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে প্রবল বামপন্থী, ডানপন্থী ও জেহাদি ইসলামিক শক্তির হাতে এই সংগঠন অঙ্কুরে বিনাশ হবে। কিন্তু দিন যত বদলাচ্ছে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সংহতির কার্যক্রম তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসুরিক শক্তিগুলোর আক্রমণের মুখে পড়েও সংহতি অক্ষত আছে। সংগ্রামী হিন্দুরা বুঝে গেছেন আসুরিক, দেশদ্রোহী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুর লড়াইয়ে দেশ বিদেশের হিন্দুর হাত এগিয়ে আসে, হিন্দুর যুদ্ধে সাহায্য করতে অন্য হিন্দুরাও পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। হিন্দু সংহতি সত্যের পথে সরাসরি লড়াই করে, লুকিয়ে নয়। সেই লড়াইয়ের সাথী হতে বা সেই লড়াইকে সাহায্য করতে দেশ বিদেশের হিন্দুরাও পাশে থাকে। সেই বিশ্বাসকে মেলাতে সকল হিন্দু একত্রিত হয়েছিলেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে।

মুসলীম তোষণকারী রাজনৈতিক দাদা দিদিরা সাদা কালো ছবি দেখতে শুরু করেছেন। বিদেশী টাকায় পরিপুষ্ট মিডিয়া ছানিপড়া চোখে হিন্দুর উপর অন্যায় অত্যাচার, হিন্দু নারী খুন-ধর্ষন, হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির ভাঙা, অপবিত্র করা, হিন্দুর পেটের ভাত মারা, জেলায় জেলায় হিন্দুর উপর অমানবিক পাশবিক অত্যাচার তারা দেখতে পায় না। হিন্দু সমাজের ছোট ছোট মাথা গুলো মুসলমানদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গ্রাম ছেড়ে কম টাকায় জায়গা জমি বিক্রি করে কলকাতায় আশ্রয় নিচ্ছে। আবার যখন কলকাতায় অত্যাচার হবে তখন বিহারে পালাবে, বিহার থেকে উত্তরপ্রদেশ - এরপর বিপদ, হিন্দুগুলোর পালাবার আর দেশ নেই। এবারে পালাতে গেলে মুসলানদের হাতে মাথা কাটা যাবে, মা বোনের ইজ্জত, সম্ভ্রম বাপ ভাইয়ের সামনে লুণ্ঠিত হবে। আর কাপুরুষের মতো তা দেখতে হবে। অর্থাৎ দেখা গেল হিন্দুস্থান বা ভারত ছাড়া হিন্দুর পালাবার আর দেশ নেই। তাই হিন্দুর দেশকে রক্ষার দায়িত্ব হিন্দুর, রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের নয়। তারা চায় তাদের গদিটা থাক, হিন্দুর দেশ শেষ হয়ে যায় যাক। বড় বড় মাথারা টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে, আসুরিক ভোগবাদে লিপ্ত হয়ে চরিত্র ভ্রষ্ট হয়ে, হীন চরিত্র হয়েছে, চরিত্র হীনরা পশুর সমান, এরা শত্রু মিত্র বলে কিছু বোঝে না। তাই তাদের কোন দেশ হয়না, আর দেশের প্রতি কোন ভক্তি থাকে না। সনাতন পন্থী, হিন্দু পন্থী বলে তারা কিছু বোঝে না।

দাদা দিদি, ভাই বোন সকলে মিলে দেশটাকে পাকিস্তান করবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে, তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে স্পষ্ট ভাবে। অফুরন্ত মুসলিম তোষণ - তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ। হিন্দুর বিরুদ্ধে এই সর্বনাশা নীতির প্রয়োগে রাজনৈতিক কৌশলে হিন্দুর দেশ দখল, কাফের হিন্দুর ধন সম্পদ নারী লুণ্ঠন।

হিন্দুর এই সর্বনাশ কোন রাজনৈতিক দাদা-দিদি, নেতা নেত্রী – কারোর চোখে পড়ছে না। হিন্দুর উপর অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে বলে মনেও হচ্ছে না। চোখে ছানি পড়া মিডিয়া তা দেখতে পাচ্ছে না, যদিও দেখতে পাচ্ছে তা বেকায়দায় প্রকাশ করছে মুসলমানদের হাতে মরার ভয়ে। এছাড়া বড় বিপদ হচ্ছে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা জানের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, ইজ্জতের ভয়ে নিরপেক্ষ সেজে বসে আছে এবং পালা বার জন্য আগের থেকে প্রস্তুত হয়েও আছে। মুসলমানদের সাথে লড়াই বাধলেই এরা পালাবে। গ্রাম বাংলার গরীব হিন্দুগুলোর কি হবে, এদের নিয়ে তো কেউ ভাবেনা। তাই দেশ বাঁচাতে তাদেরকেই নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে হিন্দু সংহতি। আজ একথা স্পষ্ট যে লড়াই ছাড়া উপায় নাই। হিন্দুর সেই সংগ্রামী লড়াইয়ে সংহতি পাশে ছিল, আজও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি, হিন্দু দেশকে নিশ্চিন্ন করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে যে অসৎ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আমাদের লড়াই সেই শক্তির বিরুদ্ধে। আমাদের ধর্ম সংস্কৃতি, দেশ-সমাজকে বিধর্মীদের হাতে চলে যেতে দেবো না। সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে হিন্দু সংহতি কাজে নেমেছে। আজ তার তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হল।

দেশ বিদেশ থেকে যেসব হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তারাও এই লড়াই-এর বিষয়ে ইংরাজীতে তাদের বক্তব্য রেখেছিলেন। তারাও জানিয়ে ছিলেন যে হিন্দুর এই লড়াইয়ে আমরাও পাশে আছি অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দ পাশে আছেন।

হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ, শ্রী ধনঞ্জয় পাঠক, শ্রী শৈলেন্দ্র জৈন, শ্রী অরবিন্দ মিত্র, শ্রী তুলসী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রী মনীষ মুঞ্জাল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার ডঃ রিচার্ড বেনকিন, অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতি মিরিয়াম জোনস্।

আমাদের কথা

এবারের নির্বাচনে হিন্দু সংহতি

সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে হিন্দু সংহতির তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হল রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার উপচে পড়ে। কিন্তু এই জমায়েতের ২০ হাজার সংখ্যা দিয়ে আমাদের সাফল্যের বিচার হবে না। আমাদের সার্থকতার বিচার হবে নিজে ধর্ম ও আত্মমর্যাদা রক্ষায় কত জায়গার হিন্দুকে আমরা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছি। সংহতি সদস্যদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি - সবসময় নিজেদের কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে যে আমরা কার্যক্রম করছি, না সংগ্রাম বা সংগ্রামের প্রস্তুতি করছি। আমাদের কর্মসূচী যেন শুধু অনুষ্ঠান না হয়। আমাদের প্রত্যেকটি কর্মসূচী যেন সংগ্রামের প্রস্তুতি হয়। আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে বাংলার হিন্দুর মান ও মাটি রক্ষার জন্য সংগ্রাম অনিবার্য। যারা সংগ্রামকে এড়িয়ে যেতে চায়, তাদের জন্য একমাত্র বিকল্প পথ থাকবে পলায়ন। হিন্দু সংহতির সদস্যদের আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে, পলায়ন লজ্জার, কলঙ্কের, অপমানের। নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুও শ্রেয়, পলায়নের থেকে।

১৯৪৭ সালে বাঙালী পালিয়েছিল, লড়াই করেনি নিজের মান ও মাটি রক্ষার জন্য। তার কারণ এই নয় যে বাঙালী ভীতু বা কাপুরুষ। বাঙালী লড়েনি কারণ সে সামুহিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে লড়তে হবে। যে কোন সমাজ সামুহিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার নেতৃত্বের মাধ্যমে। ৪৭ সালে বাঙালী বা হিন্দুর নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কম্যুনিষ্টরা বলেছিল পাকিস্তান ভাল। পাকিস্তান হলে পূর্ববঙ্গের গরীব হিন্দু ও গরীব মুসলমানরা হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে একসঙ্গে সুখে থাকতে পারবে। এই কম্যুনিষ্টদের নেতারাই পাকিস্তান হলে সব থেকে আগে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। উদাহরণঃ জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বুদ্ধ ভট্টাচার্য্য, বিমান বসু। আর কংগ্রেস বলেছিল যে তারা দেশভাগ মানবে না। তাদের গান্ধী যেমন অহিংসা, অসহযোগ, অনশন ইত্যাদি মহা শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, ঠিক তেমনি ওইসব অস্ত্র দিয়ে তিনি দেশভাগের বিরুদ্ধেও লড়াই করবেন। এই বলে ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন পর্যন্ত (ওই দিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দেশভাগের সমর্থনে গান্ধীর ১ ঘন্টার বক্তৃতা ও দেশভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ) হিন্দুদেরকে ধোকা দিয়ে রাখা, তার মাত্র ২ মাসের মধ্যেই দেশভাগ। অর্থাৎ হিন্দুসমাজ, এই মাটিকে ভালবাসা সমাজ, এই বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের পরিবর্তে নতুন নেতৃত্ব খুঁজে নেওয়ারও সময় পেল না। তাই বাংলার হিন্দুসমাজ তখন লড়াই করার সামুহিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। এখনও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই একই ধারায় চলছে। তাদের অফিসে এখনো সেই বিশ্বাসঘাতক নেতাদেরই ছবি টাঙানো। তাই আজ বাংলার হিন্দুর জন্য বিকল্প নেতৃত্ব তৈরী করে দিতে হবে, যে নেতৃত্ব তাকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

উপরের বিশ্লেষণের আলোয় পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে দেখতে হবে। বাঙলার হিন্দুর মান ও মাটি রক্ষার লড়াইয়ের জন্য সামূহিক মন তৈরী করতে কোন দলই এগিয়ে আসবে না। বরং জেহাদি আগ্রাসনের সামনে আগে থেকেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে সমস্ত দল। কোন দলই ব্যতিক্রম নয়। এই অবস্থায় নির্বাচনে আমাদের কর্তব্য কী? এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য — ট্যাকটিকাল ভোট দান করতে হবে। কোন দল আমাদের কাছের নয়। প্রত্যেকটি দল হিন্দুর চরম সর্বনাশ করে আত্মঘাতী মুসলিম তোষণে রত। সুতরাং কোন দলকেই আমরা সার্বিক ভাবে সমর্থন করব না। এলাকা ভিত্তিক ট্যাকটিকাল ভোটদান করব। সংহতি কর্মীরা যেন স্পষ্টভাবে বোঝে যে মুসলিমরাও ১০০ শতাংশ ট্যাকটিকাল ভোটদান করবে। তাদের একজন বড় মাপের ধর্মীয় নেতা খোলাখুলিভাবে বলেই দিয়েছেন যে এবার তারা মমতাকে সমর্থন করে সি পি এম- কে শিক্ষা দেবে। কিন্তু পরে প্রয়োজনে মমতাকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু ওই নেতা এটা বলে নি যে মমতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তারা কাকে আনবে। আমাদের কাছে গোপনসূত্রে খবর আছে যে, মমতাকে ক্ষমতায় আনার অল্প কয়েক বছর পরেই তারা মুসলিমদের নিজস্ব দল তৈরী করবে, এবং সংখ্যার অনুপাতে আবার তারা মাটির হিস্সা চাইবে। অভাব হবে না টাকার। অস্ত্র যোগাবে আই. এস. আই.। আর সংখ্যা তো তারা বাড়িয়েই চলেছে। এই স্কীমে সফল হলে তারা আরও একধাপ এগিয়ে যাবে ভারতকে দারুল ইসলাম বানানোর লক্ষ্যে। তাই এখন তাদের ট্যাকটিকাল ভোটিং। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হিন্দুকেও করতে হবে ট্যাকটিকাল ভোটিং।

মহরমে আবার গঙ্গাসাগর উত্তপ্ত

মক্কা মদিনায় দুর্গা পূজা হয় না। কিন্তু গঙ্গাসাগরে মহরম হয়। সেখানে কেন হয়না, এবং এখানে কেন হয় — এ বিষয়ে হিন্দুদের মনে কোন প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু এবার মহরমে সাগরদ্বীপের হিন্দুদের মনে সেই প্রশ্ন উঠেছে। কারণ এতদিন মহরম শান্তিপূর্ণ ভাবে হতো। অবশ্য শান্তি কথাটার মানেও সকলের কাছে একরকম নয়। প্রত্যেক বছরই মুসলিমদের তাজিয়া নিয়ে যাবার অজুহাতে সাগর দ্বীপের বাংলা বাজার এলাকায় হিন্দুদের গাছ-গাছালি নির্বিচারে কেটে ফেলা হয়। হিন্দুরা কোন প্রতিবাদ করে না। সুতরাং শান্তি।

বাংলা বাজারের হিন্দুরা এবছর আগে থেকেই মহরমের তাজিয়া নিয়ে যাওয়ার পথের উপরে গাছগুলিকে কেটে ফেলে ছিল। তাতেও শেষ রক্ষা হল না। গত ১৭ই ডিসেঃ মহরমের মিছিলে মুসলমানরা রাস্তার দু'ধারের গাছের ডালপালা কাটতে লাগল, কিছু গাছের শিকড়ও কেটে দিল।

হিন্দুরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হলেও সংযত থাকল। কিন্তু মহরমের মিছিলকারীরা যখন বাংলা বাজারের একটি দোকান লুঠ করার চেষ্টা করল, তখন অনিল মাইতি নামে এক হিন্দু আর থাকতে না পেরে এর প্রতিবাদ করল। মিছিলকারীদের হাতে তাকে প্রচন্ড মার খেতে হল। তার উপর তরোয়ালও চালানো হল। গায়ে শাল থাকায় সে বেঁচে গেলো। পাশের একটি দোকানে মিছিলকারীরা লুঠ করল ও একটি কম্পিউটার ভাঙল। খবর পেয়ে কয়েক হাজার হিন্দু জমা হয়ে মুসলিম দুষ্কৃতিকারীদের লুঠপাঠে জোরালো বাধা দিল। ফলে মুসলিমরা পালাতে বাধ্য হল। অভিযোগ যে, পঞ্চায়েতের সি পি এম এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সেখ ইসমাইল, সেখ রাজা, সেখ জালালের ছেলে এরাই এই ঘৃণ্য চক্রান্তের পিছনে।

গান্ডীব এর পাঁচ বছর পূর্তি

এ গান্ডীবের তীর চলেনা, কলম চলে। কিন্তু সে কলম তীরের মতোই চলে। অর্জুনের তীর যেমন চলেছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুত ধর্ম সংস্থাপনে, তেমনি এ গান্ডীবে কলম চলে এ যুগে হিন্দুর ধর্ম রক্ষায়। এটি একটি ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা, প্রকাশিত হয় সুদুর ফলতা থানার মালিপুকুরগ্রাম থেকে। সম্পাদনা করেন শ্রী তপন বিশ্বাস। পেশায় তিনি আইনজীবি হলেও নেশা তাঁর হিন্দু জাগরণ। হাতিয়ার এই ত্রৈ-মাসিক ওঁ গান্ডীব পত্রিকা। বহু পাঠকের মন জয় করে এই পত্রিকা পাঁচ বছর পূর্ণ করল। সেই অনুষ্ঠানই হলো ২রা জানুঃ দিঘিরপাড় হাইস্কুলে। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, ভাষণ ও গুণীজন সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের যোদ্ধা সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ, সহ সভাপতি উপানন্দ ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক তথাগত রায়, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক দেবজ্যোতি রায়, উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা রত্নেশ্বর সরকার ও বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। গান গাইলেন তরুণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহশিল্পী বৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করলেন শচীন রায় চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যগুণরত্ন অমরেশ মুখোপাধ্যায়।

ডঃ রিচার্ড বেনকিন

হিন্দু সংহতির তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমেরিকা থেকে ডঃ রির্চাড বেনকিনকে নিয়ে আসার সদর্থক পরিণাম অতি দ্রুত লক্ষ্য করা গেল। ১৪ ফ্রেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের পরে আরো তিনদিন তিনি দক্ষিণ বঙ্গের তিনটি জেলা ভ্রমণ করেন। দেগঙ্গাঁ পরিদর্শনেও যান। তিনদিনে তিনি মোট আটটি গ্রাম পরিদর্শন করেন যে গুলিতে নিকট অতীতে হিন্দুদের ওপর বীভৎস অত্যাচার হয়েছে। সব স্থানেই হিন্দুরা তাদের ওপর অত্যাচারের চিহ্নগুলি ডঃ বেনকিন কে দেখায়। হিন্দুর বাড়ী ভাঙ্গা, বাড়ী পোড়ানো, সম্পত্তি দখল, মন্দির ভাঙ্গা এবং প্রচন্ড শারীরিক অত্যাচারের চিহ্নগুলি ডঃ বেনকিন নিজের চোখে দেখে যান। হাওড়া জেলার নোরিট গ্রামে অতিবৃদ্ধা মহিলা এবং গৃহবধূরা কী নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, দীর্ঘ দেড় বছরেও যারা সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি, সেই সব হৃদয় বিদারক বর্ণনা সেই নিপীড়িতাদের কাছ থেকেই বেনকিন শুনে যান। ইতিপূর্বে তিনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সংখ্যালঘুদের ওপর মুসলিম অত্যাচার নিয়ে সরব ও আমেরিকান জনমত তৈরীতে লেগে ছিলেন। এবার ভারত থেকে ফিরে গিয়েই তিনি তাঁর American Thinker নামক ব্লগে খুব জোরালোভাবে একটি লেখা লিখলেন যার শীর্ষক ''JIHAD HAS COME TO INDIA''। এই প্রবন্ধে তিনি আমেরিকাবাসীকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের এই ভুল ধারণা ভেঙে ফেলে যে জিহাদ শুধু পাকিস্তানে আছে। কারণ আমেরিকার সরকার এই কথাই বলে। ডঃ বেনকিন আমেরিকাবাসীকে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে তাদের সরকারের এই কথা ভুল। ''আমি নিজে চোখে দেখে এলাম যে 'জিহাদ' ভারতেও চলছে'' এই বলে তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে শেষে লিখেছেন, ''ওয়াশিংটন ও দিল্লির সরকার তাদের নরম নীতি (Soft Policy) পরিত্যাগ না করলে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের বুকে আর একটি ইসলামিক স্থান তৈরী হয়ে যাবে। তখন আমেরিকাবাসী ঈজিপ্টের ঘটনার মতই আরও একবার ধাক্কা খাবে''। তিনি আরো লিখেছেন যে এই বিষয় নিয়ে তিনি আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বুঝিয়ে তাদের নীতিকে পরিবর্তন করার জন্য সবরকমের চেষ্টা করবেন।

চাপড়ায় চক্রান্ত

নদীয়া জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে চাপড়া থানার অন্তর্গত আলফা গ্রাম পঞ্চায়েত একেবারে সীমান্তের পাশে। এই অঞ্চলের আলফা গ্রামে ঢোকার পথে সন্ধ্যাবেলায় ছিনতাই নিয়মিত ঘটনা। এই নিয়ে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকে। গত ৬ই মার্চ সন্ধ্যা ৮.৩০ টায় দুটি মোটর সাইকেলের লাইট মারা নিয়ে এক সামান্য ঝগড়া অতি দ্রুত সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। সেই সময় ওখান দিয়ে সাইকেলে ফিরছিল বাবলু ঘোষ। সে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিমরা তাকে মারতে মারতে মুসলিম পাড়াতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। এলাকাটিতে হিন্দু মুসলিম অনুপাত প্রায় ২০-৮০ হলেও হিন্দুদের মধ্যে লড়াকু ঘোষেরদের সংখ্যাই বেশী। তাই বাবলু ঘোষের অপহরণের খবর পেয়েই কাছের ঘোষ পাড়ার হিন্দুরা একজোট হয়ে সশস্ত্র ভাবে ঐ মুসলিম পাড়ায় গিয়ে বাবলু ঘোষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আর একটু দেরী হলে বাবলু ঘোষকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যেত না। কিন্তু তাকে উদ্ধার করে আনার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকশ' মুসলিম এসে ঐ গ্রামে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে। হিন্দুরা প্রতিকার করার চেষ্টা করে, তবুও বাবু ঘোষ ও পদা ঘোষ মুসলিমদের হাতে প্রচন্ড মার খায়। জানা যায় যে পার্শ্ববর্তী বেতবেড়িয়া, ব্রহ্মনগর, ডোমপুকুর ও ভাটগাছি গ্রাম থেকে মুসলিম দুস্কৃতিরা এই হামলায় অংশগ্রহণ করেছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ যে আলফা অঞ্চল প্রধান সেখ গোলাম হালসানা এবং তার ভাই আজিত হালসানা এদের মধ্যে ছিল। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুদের কাছে আজও রহস্য—এত তাড়াতাড়ি কি করে আশপাশের গ্রাম থেকে এত মুসলমান একত্রিত হল। তাহলে কি আগে থেকেই কোনো ষড়যন্ত্রের ছক কষা ছিল? গ্রামবাসীদের একথা মনে হবার বিশেষ কারণ আছে। আলফা গ্রামের মত পাশের হৃদয়পুর গ্রামও হিন্দুপ্রধান। আশপাশের পাঁচটি অঞ্চলের মধ্যে এই আলফা এবং হৃদয়পুর গ্রাম দুটি মুসলিম আধিপত্যকে কিছুটা ঠেকিয়ে রেখেছে। এই দুটি গ্রামকে হিন্দুশূন্য করে দিতে পারলে, এই চাপড়া ব্লক আর পাশের বাংলাদেশের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য গত ২০১০ সেপ্টেম্বর মাসে হৃদয়পুর গ্রামে হিন্দুদের মাথা তেঁতুল মন্ডল কে খুন করা হয় ও তার লাশ গায়েব করে ফেলা হয়। হিন্দুদের প্রচন্ড আন্দোলনের ফলে কয়েকজন দুস্কৃতকারী গ্রেফতার হয় এবং ডোমপুকুর গ্রাম থেকে তার লাশ ও উদ্ধার করা হয়। তাই হিন্দুরা ভাবছে হৃদয়পুরের পর এবার আলফা গ্রামের পালা।

সাঁকরাইল হাওয়াপোতা গ্রাম

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার হাওয়াপোতা গ্রাম। গরীব হিন্দুদের বসবাস এই গ্রামে। তারা রাস্তার পাশে একটি শিব মন্দিরে বহু বছর ধরে পূজা করে। তাই গত এক বছর ধরে ঐ গরীব মানুষরা নিজেদের শ্রমের পয়সা থেকে একটু একটু করে জমিয়ে একটা ফান্ড তৈরী করেছিল টাকা দিয়ে তাদের ছোট্ট মন্দিরটাকে পাকা করবে এই ইচ্ছায়। ইট সিমেন্ট দিয়ে কাজ সবে শুরু হয়েছিল। কারও মনের মধ্যে কোন আশঙ্কা ছিল না যে এই কাজে কোন বাধা আসতে পারে যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে ওখানে তাদের পূজাআর্চা চলে।

গত ১৩ই ফ্রেব্রুয়ারী সকাল ১০টা নাগাদ গ্রামের পুরুষরা প্রায় কেউই বাড়িতে ছিলনা। রাজমিস্ত্রী মন্দিরে কাজ করছিল। হঠাৎ সেখ বুলগান, জাহাঙ্গীর ও সেখ লাল্টুর নেতৃত্বে তিন'শ জন মুসলমান এসে লাথি মেরে ঐ নির্মীয়মান মন্দিরটি ভাঙতে লাগল। হিন্দু মহিলারা ছুটে এল। কিন্তু তাদের প্রতিবাদে কান না দিয়ে তাদেরকে অকথ্য গালাগালি করতে করতে গোটা মন্দিরটাই ভেঙে দিল।

হিন্দুরা পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ তাড়াতাড়ি এল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পুলিশ দলের নেতৃত্বে এক মুসলিম অফিসার। তারা দুস্কৃতিদের কাজে কোন বাধা দিল না। হিন্দুদের সরে যেতে

বৈইসম্ভব৪ফি,` য়

কারা করবে ধর্মের সংস্কার ? (৪)

তপন কুমার ঘোষ

আবার একটু সাফাই গেয়ে এই চতুর্থ পর্যায়ের লেখাটা শুরু করি। নিজের প্রতি অভিযোগ করছি- হঠাৎ ধর্মের সংস্কার নিয়ে লিখতে লাগলাম কেন, আর এ বিষয়ে আমার লেখার অধিকারই বা কী ? উত্তর - আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য ঘোষিত ভাবে ৫৭টি দেশ আছে। তারা শুধু মুসলমানদের রক্ষাই করবে না, ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও কর্মরত। খ্রীষ্টান ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে স্বীকার করে অথবা খ্রীষ্টান ধর্মকে সর্বপ্রকারে সংরক্ষণ ও প্রসারে সক্রিয় দেশ ৭০টি। আমাদের হিন্দু ধর্মের জন্য একটা দেশও আছে ? একটা মাত্র ছোট্ট দেশ হিন্দুরাষ্ট্ররূপে ঘোষিত ছিল, নেপাল। সে দেশও হিন্দুরাষ্ট্রের ছাপ মুছে ফেলে হিন্দুবিরোধী হওয়ার দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুধর্মের নিজের দেশ এই ভারতে নবীন প্রজন্মকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার তিল মাত্র ব্যবস্থা কোথাও দেখেছেন ? স্বাধীনতার পর তৃতীয় প্রজন্ম (২৫ বছরে এক প্রজন্ম ধরে) চলছে। স্কুলে কলেজে কোথাও হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, শাস্ত্র, অনুষ্ঠান— কোন কিছু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তার উপর এই দেশে হিন্দুরা কী ব্যবহার পায় — তা অমরনাথ যাত্রা, মানস সরোবর যাত্রা ও গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে হজ যাত্রার তুলনা করলেই সহজে বোঝা যাবে। তাহলে কী দাঁড়াল ? দাঁড়াল এই যে হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য এবং হিন্দুদের জন্য পৃথিবীতে একটাও দেশ নেই। এর জন্য দায়ী কে ? নিশ্চয় চুনোপুঁটিরা নয়, দায়ী সমাজের মাথারা। এই মাথাদের মধ্যে ধর্মীয় মাথারাও পড়েন। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ পৃথিবীতে হিন্দুদের জন্য একটিও দেশ নেই। এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলেই আমার মত অর্বাচীন ও অনধিকারীকে ধর্মের সংস্কারের জন্য কলম ধরতে হয়েছে।

হিন্দু ধর্মের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা অপমান দেখে কোন যুবক যদি এর প্রতিকারে কোন বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চায়, অমনি বয়স্করা ও আমাদের ধর্মের ধ্বজাধারীরা বলবেন —তোরা রক্ষা করবি এই ধর্মকে ! ওরে, এ হচ্ছে সনাতন ধর্ম, এর নাশ নেই। স্বয়ং ভগবান এই সনাতন ধর্মকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একে রক্ষা করবেন। তোদের কি ক্ষমতা ? যারা এই সব কথা বলেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ভুল কথা বলেন। এ হচ্ছে নিষ্কর্মার যুক্তি। এ হচ্ছে নির্বোধের যুক্তি। এ হচ্ছে গা বাঁচানো কথা। এ হচ্ছে ভাগ্যবাদী কাপুরুষের কথা। এটা ঠিক যে সনাতন ধর্মের নাশ নেই। কিন্তু গান্ধারে তো আজ সনাতন ধর্ম নেই, নেই সিন্ধপ্রদেশে, নেই বালুচিস্তানে, নেই লাহোরে, নেই রাওয়ালপিন্ডিতে, নেই অনন্তনাগে, নেই বারামূলায়। তাহলে ? তাহলে এই যে, এতগুলো জায়গায় যদি আজ সনাতন ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আগামী দিনে দিল্লী, কলকাতা, ইন্দোর, নাগপুরেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। সনাতন ধর্ম যদি অমর হয়, তাহলে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, টোকিও, লন্ডনে সে ধর্ম বেঁচে থাকবে। সাহেব, মেম, জাপানিরা সনাতন ধর্ম পালন করবে। আর ভারতটা কাবুল, কান্দাহার, করাচীর মত ইসলামিক স্থান হয়ে যাবে। আর বাদামী চামড়ার আমরা বা আমাদের বংশধররা হবে মুসলমান বা খ্রীষ্টান। অর্থাৎ সনাতন ধর্ম বেঁচে থাকবে ইউরোপ আমেরিকায়। কিন্তু '' হুঁহুঁ বাবা, সনাতন ধর্মের নাশ নেই" বলে গর্ব করার মত লোক এদেশে অবশিষ্ট থাকবে না। তাই, ভগবান যদি হিন্দু ধর্মটাকে রক্ষাও করেন, তবু হিন্দুদের রক্ষা করার ভার নেবেন না। ইতিহাস তার সাক্ষী।

সুতরাং, হিন্দু বা সনাতন ধর্মকে রক্ষা ভগবান করুন। কিন্তু হিন্দুদের রক্ষা ও তাদের বাসস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরকেই নিতে হবে। আমরা তাদের মধ্যেই পড়ি। তাই সে কাজ আমাদেরই কর্তব্য। এই কর্তব্য আমরা হিন্দুধর্মকে অবলম্বন করেই করব। আর তার জন্যই হিন্দুধর্মকে যুগোপযোগী করার দায়িত্ব আমাদেরই। এটা আমাদের কর্তব্য, এটা আমাদের অধিকার। আমাদের যে সকল পূর্বপুরুষদের ও ধর্মীয় গুরু ও ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় হিন্দুধর্ম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে, হিন্দু সমাজ ছোট (সংখ্যায়) হয়েছে, হিন্দুদের দেশ ছোট হয়েছে, হিন্দুরা মার খেয়েছে, তাঁদেরকে আমরা প্রণাম করব, কিন্তু আমরা তাঁদের অনুসরণ করব না।

তাহলে কাকে অনুসরণ করব ? আমাদের ধর্মের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাঁরা হেরেছেন তাঁদেরকে নয়, যারা জিতেছেন তাঁদেরকে অনুসরণ করব। রাম আর কৃষ্ণ যদি লঙ্কা ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে হেরে যেতেন, হরিভক্তরা নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, তাহলে রাম আর কৃষ্ণ আমাদের ভগবান বা অবতার হতেন কি ? দেবতারা যদি অসুরদের পরাস্ত করে স্বর্গ পুনরুদ্ধার না করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা আমাদের কাছে দেবতা হতেন না। তাই যদি আধুনিক ডায়ালগ ধার নিই 'যো জিতা ওহী সিকন্দর', তেমনি 'যো জিতা ওহী অবতার' - তাহলে হয়ত অনেক ধার্মিক মনে ব্যথা পাবেন, কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি ?

সুতরাং, আমাদের জিততে হবে। সেটাই ধর্ম। ন্যায় নীতিকে বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে ন্যায় নীতিকে ধরে রেখে হারলাম, মার খেলাম, পালালাম— এটা কখনও ধর্ম হতে পারে না, পারে না, পারে না। আগেই বলেছি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় সঠিক কর্তব্য পালন করাই হল ধর্ম। যুদ্ধের সময় কতর্ব্য কী ? যুদ্ধের সময় জেতাটাই হল সব থেকে বড় ধর্ম। মহাভারত এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। জরাসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, দুর্যোধনকে বধ করতে সকল ন্যায় নীতিকে পাশে সরিয়ে রেখে কৃষ্ণ যত রকমের ছল ও কৌশল অবলম্বন করেছেন, আজ যদি আমাদের ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে ওইগুলি প্রয়োগ করার কথা বলি, অনেকে আঁতকে উঠবেন। তাঁদের অনেকে আবার একটা বাহানা শুরু করেছেন। তাঁরা বলেন, কৃষ্ণের এসবই লীলা। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। তাই কৃষ্ণের অনুকরণ না করে আজকের মানুষের রামের অনুকরণ করা উচিত। সাধারণ মানুষের আচরণের জন্য রাম আদর্শ পুরুষ। সেই রামও যুদ্ধের সময় কী করেছেন ? লক্ষ্মণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে কিভাবে মেরেছিল ? ইন্দ্রজিৎ তখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করছিল। নিঃশস্ত্র ছিল, সেই অবস্থায় লক্ষ্মণ তাকে মেরেছিল। সে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাকে অস্ত্র নিতে দেয়নি। রাম কি একথা জানতেন না ? তিনি কি এ কাজ করতে লক্ষ্মণকে নিষেধ করেছিলেন ? পরে তিরস্কার করেছিলেন ? রামায়ণ বলছে — না। বরং, বিভীষণের কাছ থেকে জানতে পেরে তিনিই লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছিলেন ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভাঙতে এবং তাকে বধ করতে। তাহলে রাম কৌশল অবলম্বন করেন নি ? করেছিলেন। কারণ, যুদ্ধের সব থেকে বড় ধর্ম হল জেতা। রাম সেই ধর্মপালন করেছিলেন। তাছাড়া, ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করত। সামনে আসত না। তাই তাকে মারতে কৌশল অবলম্বন করা পাপ নয়। আজ আমাদের ধর্মের যারা শত্রু, তারা সব রকমের ছল, চাতুরি, পাশবিকতা করছে। তাই তাদের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার করে পরাজিত ও ধ্বংস হওয়া ধর্ম নয়। তাদের সঙ্গে ওই একই রকম ব্যবহার করে তাদেরকে পরাজিত করাটাই ধর্ম। জেতাটাই ধর্ম। আমাদের সেই ধর্ম পালন করতে হবে, জিততে হবে। এটাই কৃষ্ণের শিক্ষা, এটাই রামের শিক্ষা। *(ক্রমশঃ)*

চুরির অজুহাতে হিন্দু মেয়ের উপর
শারীরিক অত্যাচার

গত ৬ই মার্চ ২০১১ জীবনতলা থানার অন্তর্গত আঠারবাঁকী অঞ্চলের সোয়াখালী গ্রামের টমাটো চুরিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মুসলমানরা আবার এক হিন্দু নারী নির্যাতনের রূপ দেখালো। সোয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা তপন কর্মকারের কন্যা কুমারী জ্যোৎস্না কর্মকারকে টমাটো চুরির ব্যাপারে মিথ্যা সন্দেহ করে। স্থানীয় মুসলমান এব্রাহিম গাইন ওরফে হাজী, এই হাজীর ছেলেরা জ্যোৎস্নাকে সন্দেহ করে মারতে তাড়া করে। তাতে ভয় পেয়ে জ্যোৎস্না বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়, সেই বাড়িতে আর কোন লোক ছিল না। এই সুযোগে হাজীর এক ছেলে আয়েপ আলি বাড়ির দরজা ভেঙে জ্যোৎস্নাকে চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারতে মারতে বাড়ির বাইরে বার করে আনে। এই কাজে আয়েপকে সাহায্য করে হাজীর আরও দুই ছেলে ইউনুস ও রবিউল। এই ঘটনার সময় অনেক হিন্দু বাড়িতে ছিল না, এমনকি জ্যোৎস্নার মা-বাবা কেউ ছিল না। তাই হাজীর ছেলেদের সাহসের মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং তারা জ্যোৎস্নাকে মারতে মারতে দুই হাত পেছনের দিকে বেঁধে হাজীর উঠানে নিয়ে আসে।

অসহায় হিন্দু মেয়েকে আরও অত্যাচার করে আনন্দ পেতে হাজীর ছেলেরা জ্যোৎস্নার চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই অবস্থায় বছর তেরোর জ্যোৎস্না কর্মকারের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। এর মধ্যে জ্যোৎস্নার পরিবারের অনেকের কাছে খবর পৌঁছে যায়। খবর পেয়ে জ্যোৎস্নার কাকিমা ঘটনা স্থলে এসে এই অবস্থা দেখে হাজীর ছেলেদের পা জড়িয়ে ধরে। তাতেও কিছু হলনা, বরং জ্যোৎস্নার কাকিমাকে হাজীর ছেলেদের লাথি খেতে হলো।

এই ঘটনার আধঘন্টা পর জ্যোৎস্নার বাবা, কাকারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং হাজী ও তার ছেলেদের সাথে তাদের তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং শেষে একটা ঝামেলার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় পার্শ্ববর্তী চড়াবিদ্যা অঞ্চলের হিন্দু সংহতি যুবকদের কাছে ফোনের মাধ্যমে এই সংবাদ পৌঁছে যায়। তৎক্ষণাত তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। (এখানে উল্লেখ থাকে যে এই এব্রাহিম হাজীর তিনটি বউয়ের মোট ২৬ জন ছেলে মেয়ে, আর এদের সর্বদা হিন্দু বিরোধী আচরণ পরিলক্ষিত হয়।)

এই অবস্থায় হিন্দু সংহতির যুবকরা হাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। হাজী ভয় পেয়ে তার অগুন্তি ছেলে সহ বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনার পরের দিন সকাল বেলায় অর্থাৎ ৭ই মার্চ সংহতির ছেলেরা জ্যোৎস্নার বাবা তপন কর্মকারের সাথে দেখা করে এবং জানা যায় যে তিনি এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের কাছে বিচার চেয়েছেন। পরে তিনি সংহতির কার্যকর্তাদের সাথে দেখা করেন।

দ্বিতীয় পাতার শেষাংশ

সাঁকরাইল হাওয়াপোতা গ্রাম

বলল এবং মন্দিরে হিন্দুদের যাওয়া বন্ধ করে দিল। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে হিন্দুরা সেখানে জড়ো হয়েছে। পুলিশ তাদের কথায় কোন কান না দেওয়ায় তারা সাঁকরাইল চাঁপাতলা রোড অবরোধ করল। এতে প্রশাসন আরও ক্ষেপে গেল। সন্ধ্যাবেলায় ঐ অবরোধ ভাঙতে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে হিন্দুদের উপর প্রচন্ড লাঠিচার্জ করল। প্রায় ১০০ হিন্দু আহত হল। তার মধ্যে স্থানীয় সি পি এম নেতা রবি জানার (এর পত্নী রূপা জানা সি পি এম- এর পঞ্চায়েত সদস্যা) আঘাত গুরুতর। এই অবস্থায় পুলিশ রবি জানা, অরুণ কর্মকার, বিশ্বজিত চক্রবর্ত্তী এই তিনজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করল। থানা থেকে আহত রবি জানাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাজী এস. টি. মালিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তারকে চাপ দিয়ে রবি জানার সুস্থ সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য করল।

হিন্দুদের মন্দিরতো ভাঙলই, তার উপর পুলিশ ঐ মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ দিতেও হিন্দুদেরকে নিষেধ করে দিল। অসহায় হিন্দুরা কোন প্রতিকার পেল না। হিন্দু সংহতির কর্মীরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে তাদেরকে সব রকমের সহযোগিতা করেছে। মুসলমানদের চাপে হিন্দুদের ওই মন্দিরে শিবরাত্রির পূজা বন্ধ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ ওই স্থান পরিদর্শন করে হিন্দুদেরকে সহযোগিতা করায় শিবরাত্রির পূজা ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নারী পাচার রুখতে আহত সংহতি কর্মী

গত ২১ শে জানুয়ারী উঃ ২৪ পরগনা জেলার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত শুলকুনী গ্রামের বাসিন্দা পুষ্প বাড়ুই ঐ দিন তার স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে ঘর ছেড়ে চলে যায়। এই অবস্থায় সুযোগ বুঝে নারী পাচারকারীদের সাথে যুক্ত থাকা ললিতা নামের এক মহিলা পুষ্প বাড়ুইকে আশ্রয় দেয় এবং একটা ভাল কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কুলিয়াডাঙা গ্রামের বাসিন্দা শম্ভু পাত্রের বাড়ি তাকে লুকিয়ে রাখে।

এই অবস্থায় পুষ্প বাড়ুই-এর আত্মীয়স্বজনদের কাছে খোঁজখবর পৌঁছে যায়। আবাদ মালঞ্চ-র সক্রিয় হিন্দু সংহতির কর্মী সুকান্ত জানা সম্পর্কে পুষ্প বাড়ুই-এর জামাইবাবু হন। এই খবর পেয়ে তিনি এবং তার স্ত্রী সবিতা জানা তখনই কুলিয়াডাঙা গ্রামে শম্ভু পাত্রের বাড়ি পৌঁছায়। এখানেই উপস্থিত ছিল নারী পাচারকারীদের এজেন্ট দয়াল পাত্র ওরফে গবরা, দিলু পাত্র, ললিতা সহ আরও অনেকে। এদের সাথে সবিতা ও সুকান্ত জানার বহু তর্ক বিতর্ক হওয়ার সাথে সাথে ঘটনা চরম আকার ধারণ করে এবং ঐ নারী পাচারকারীরা রড ও লাঠির সাহায্যে সবিতা ও সুকান্ত জানাকে বেদম প্রহার করে। এই ঘটনায় সবিতা জানার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক এবং সুকান্ত জানা গুরুতর আহত হয়েছেন। পরে গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় শম্ভুর ঘরের তালা ভেঙে পুষ্প বাড়ুই-কে উদ্ধার করা হয়।

কুলিয়াডাঙা গ্রামবাসীদের অভিযোগ আছে যে ঐ গবরা (দয়াল পাত্র), দিলু, শম্ভু ও ললিতা সহ আরো অনেকেই নারী পাচারকারীদের সাথে যুক্ত এই বিষয়ে তাদের নামে প্রশাসনের কাছে বহু অভিযোগ থাকা সত্বেও পুলিশ ঐ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে না।

এই ঘটনায় আহত ও আক্রান্ত সুকান্ত জানা ও তার স্ত্রী সবিতা জানা হাসনাবাদ থানায় ডায়েরী করে, যার GDE No. 1110, Dated 22.1.2011; অবিলম্বে এইসব অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা উচিত বলে গ্রামবাসীরা মনে করে।

শহীদ স্মরণে সোনাখালী

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১১, বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৩নং সোনাখালী গ্রামে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও শহীদ সভা পালন করা হল। পশ্চিম বাংলার বুকে সংঘের ইতিহাসে নৃশংস প্রাণদানের এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। গত ২০০১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীতে নিরীহ নিরস্ত্র চার স্বয়ংসেবক - অভিজিৎ সরদার, সুজিত নস্কর, অনাদি নস্কর ও প্রতিতপাবন নস্কর সশস্ত্র মুসলিম দুস্কৃতির দ্বারা নৃশংস ভাবে নিহত হয়। সেদিন দুস্কৃতিরা হিন্দুত্বের বুকে কলঙ্ক এঁকে দিতে সচেষ্ট ছিল। আজ তারা কোথায়?

হিন্দুত্বের সেই কলঙ্ক ঘোচাতে, হিন্দুত্বের ঐ বিয়োগান্ত, শোকার্ত, বেদনার দিনটাকে স্মরণে রাখতে প্রতিবছর বাংলার বহু জায়গার হিন্দু ঐ স্থানে সমবেত হন। এই শহীদ সভায় প্রতিবছর বহু হিন্দুত্বপ্রেমী, হিন্দুবাদী বক্তা তাদের বক্তব্য রাখেন। এবারের সভায় বক্তব্য রাখেন ''হিন্দু সংহতির'' সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ, দীনবন্ধু ঘরামী, দেবাশীষ চ্যাটার্জ্জী, গৌতম নস্কর, রতিকান্ত নস্কর।

এই শহীদ সভায় প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এ বছর বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৩৮ জন যুবক ও যুবতীরা রক্তদান করেন। এই রক্ত সাদরে গ্রহণ করেন — ''লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাঙ্ক''।

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে দেগঙ্গার মৌলপোতা গ্রামে

বস্ত্রদান ও রক্তদান শিবির

গত ১২ই মার্চ ২০১১, দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত মৌলপোতা গ্রামে দুঃস্থ দরিদ্রদের হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে বস্ত্রদান করা হয় এবং এই প্রথম এই গ্রামে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রাণপুরুষ শ্রী তপন কুমার ঘোষ; শ্রী প্রশান্ত পাল, শ্রী সুজিত মাইতি, সুষেন বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বিভাস মাশচটক, ডাঃ শুভঙ্কর বিশ্বাস এবং হিন্দু সংহতির আরও অনেক কার্যকর্তা।

মৌলপোতা গ্রামের প্রায় সকল মা, বোনেদের শাড়ি, চুড়িদার প্রভৃতি দান করা হয়। গ্রামবাসীরা সকলে তা সাদরে গ্রহণ করেন। ৮ জন নারী ও ২২ জন পুরুষ মিলিয়ে মোট ৩০ জন রক্তদাতা এই শিবিরে রক্তদান করেন। কলকাতার লাইফ কেয়ার ব্লাড ব্যাঙ্ক সেই রক্ত গ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠানে সকল গ্রামবাসীকে নিয়ে সহভোজের আয়োজন করা হয়।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি যাদের সাহসী কর্মোদ্যমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল তারা হলেন, সুষেন বিশ্বাস, কার্তিক পাঁড়ুই, হারান পাঁড়ুই, তপন পাঁড়ুই, প্রশান্ত দাস এবং দেগঙ্গা থানার ব্লক সভাপতি প্রশান্ত পাল।

শান্তিপুরের মসজিদের মাইক আটকানো গেল

শ্রী চৈতন্যদেব কাটোয়াতে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করে প্রথম শান্তিপুর এসে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি উঠেছিলেন। তখন থেকেই শান্তিপুর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। যদিও নদীয়া জেলা মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে উঠেছে, এবং এই জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার হিন্দুরা অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় বসবাস করছে, তবুও সম্পূর্ণ হিন্দু প্রধান এই শান্তিপুর শহরে হিন্দুদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে।

১৯নং ওয়ার্ডে রামনগর পাড়া সেখানে একটি অনেক পুরানো মসজিদ আছে। তার নাম তোপখানা মসজিদ। জানা যায় যে বেশ কয়েকটি মন্দির ভেঙে এই মসজিদটি তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে এই মসজিদের আশপাশে এক কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কোন মুসলিমের বসবাস নেই। তা সত্বেও গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হঠাৎ একদল মুসলমান এলাকার বাইরে থেকে এসে একটি নতুন মিনার তৈরী করে এবং তাতে একটি মাইক লাগানোর চেষ্টা করে। স্থানীয় হিন্দুরা প্রথমে হতবাক হয়ে যায় এবং তারপর জোরালো প্রতিবাদ করে ঐ মিনার নির্মাণ ও মাইক লাগানোতে বাধা দেয়। তারপর হিন্দুরা দলবেঁধে শান্তিপুর থানায় যায়, ও. সি. রক্তিম চ্যার্টাজী হিন্দু ও মুসলমান দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। পরবর্তীতে জেলার এস. পি. ও উভয় পক্ষকে নিয়ে জেলায় মিটিং করে দুটি মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে উক্ত তোপখানা মসজিদে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, অর্থাৎ মাইক লাগানো যাবেনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান কংগ্রেসী আবদুল সালাম কারিগর পিছন থেকে এই কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন।

হিন্দু সংহতির স্থানীয় নেতৃত্ব রামনগর পাড়ার হিন্দুদের মনোবল বজায় রাখতে তাদেরকে সবরকমের সহযোগিতা করছে।

বৈদ্যর চকে সংহতি প্রভাব

জয়নগর থানার অন্তর্গত বৈদ্যর চক গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বসবাস। এই গ্রামে হিন্দুদের দেওয়া জায়গার উপরে একটি সরকারি টিউবওয়েল আছে। কিন্তু সরকারি কল হওয়ায় হিন্দু মুসলমান উভয়েই সেখান থেকে জল নেয়। কল খারাপ হলে অথবা ভেঙ্গে গেলে পঞ্চায়েত থেকে সারানোর কোন ব্যবস্থা করা হয় না। সুতরাং সাধারণ মানুষকেই কল সারিয়ে নিতে হয়। এতদিন পর্যন্ত অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার হাতেই অথবা যেভাবেই কল খারাপ হোক, শুধু হিন্দুরাই চাঁদা তুলে টাকা দিয়ে কলটা সারিয়ে নেবে।

গত একবছর এই বৈদ্যর চক গ্রামে হিন্দু সংহতির কাজ শুরু হয়েছে। তাই এবার যখন ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কোন একজন মুসলমানের দ্বারা কল চাপার সময় হ্যান্ডেলে পিষ্টনের রডটি ভেঙ্গে যায়, তখন হিন্দুরা বলে যে যারাই এই কল ব্যবহার করে তাদের সবাইকে কল সারানোর জন্য চাঁদা দিতে হবে। এটাও ঠিক হয় যারা চাঁদা দেবে না তাদেরকে কল থেকে জল নিতে দেওয়া হবে না। সেই মত গত ১০ই ফেব্রুয়ারী যখন কোন একজন মুসলিম জল নিতে আসে, তাকে বাধা দেওয়া হয় এবং জল নিতে দেওয়া হয় না। এতে মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সকালে প্রায় ৭০-৮০ জন মুসলিম দল বেঁধে এসে ঐ কল ভাঙতে থাকে। সেখানে উপস্থিত ১০-১৫ জন হিন্দু বাধা দেয়। উভয়পক্ষে মারপিট হয়, উভয় পক্ষেরই একজন করে আহত হয়। কিন্তু মুসলিমরা সংখ্যার জোরে কলের হাতলটি ভেঙ্গে দেয়। খবর পেয়ে আশপাশ থেকে হিন্দু যুবকরা ছুটে আসে, মুসলিমরা ভয়ে ঘরে ঢুকে যায়, পুলিশ এসে যায় এবং উভয় পক্ষকে থানায় ডাকে মীমাংসার জন্য। কিন্তু মুসলিমরা থানায় না গিয়ে সি পি এম ও এস ইউ সি-র নেতাদেরকে ধরে। এই দুই দলের মধ্যস্থতায় হিন্দু মুসলমানদের মীমাংসা বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ঠিক হয় যে কল সারানোর সম্পূর্ণ খরচ মুসলিমদেরকে বহন করতে হবে। সেইমত মুসলিমরা সম্পূর্ণ নিজেদের খরচ দিতে কলটি সারিয়ে দেয়। জয়নগর থানার এরকম বহু গ্রামেই হিন্দুদের বুকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তি তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে।

হরিনাম সংকীর্তনে বাধা

দেওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হল

বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা অঞ্চলের ৭নং কুমড়াখালী গ্রামে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে নির্দিষ্ট দিনে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরই নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান চলে। কিন্তু এ বছর যেদিন হিন্দুদের কীর্তন, ঠিক সেই দিনই ২৫শে ফেব্রুয়ারী মুসলমানরা এক জলসার আয়োজন করে। তাতে অনেক হিন্দু মনে মনে ভয় পায়।

মুসলমানদের হঠাৎ জলসা এ যে একটা দাঙ্গা বাধাবার ইঙ্গিত দিচ্ছিল তা বুঝতে পেরে, ''হরিনাম সেবা সমিতির'' ভীতু হিন্দুরা মুসলিম অঞ্চল প্রধানের কাছে অনুনয় বিনয় করে বলতে থাকে যে ''প্রধান সাহেব, আপনি তো জানেন প্রতিবছর আমরা নাম-কীর্তন করে থাকি। আর এ বছর দেখুন আমাদের অনুষ্ঠানের দিনই মুসলমান ভাইরা জলসা করছে।'' এই কথা শুনে প্রধান সাহেব মৃদু হেসে হিন্দুভোটের প্রয়োজনে রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ঐ হিন্দুদের পিঠ চাপড়ে বলে ''তোমাদের ভয় নেই, যাও তোমাদের অনুষ্ঠান তোমরা কর, কে তোমাদের বাধা দেবে?''

তাতে ঐ ভীতু হিন্দুগুলো ভাবল তারা বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে। কিন্তু যখন মুসলমানরা তাদের জলসার মাইক গুলো হিন্দুদের অনুষ্ঠানের দিকে মুখ করে বাঁধল, তখন সেই হিন্দুরা ভীতু হয়ে নিজেদের হরিনামের মাইক গুলোর সাউন্ড কমাবার ব্যবস্থা ও মুসলমানদের জলসার দিকে মুখ থাকা মাইকগুলো খোলার ব্যবস্থা করে এবং খুলেও ফেলেছিল।

এই খবর ৭নং কুমড়াখালী গ্রামের হিন্দু সংহতির যুবকদের কাছে পৌঁছায়, তারা ততক্ষনাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং হিন্দুরা ভয় পেয়ে যে মাইকগুলো খুলেছিল সংহতির কর্মীভাইরা সেই মাইকগুলো পুনরায় বাঁধার ব্যবস্থা করে এবং আরও দুই-একটা মাইক বেশী করে বাঁধে এবং সমস্ত মাইকের মুখগুলো মুসলমান ভাইদের জলসার দিকে রাখে। এই ঘটনা যারা দেখছিল সবাই নির্বাক হয়ে গেল, কেউ কিছু বলার সাহস পেল না।

ঐ দিন বিকাল ৪টার পর থেকে হিন্দুদের গীতা পাঠ, ভাগবত পাঠ চলছে। মাইকের আওয়াজ জোর কদমে চলছে। সন্ধ্যার দিকে মুসলমান ভাইদের জলসা শুরু হয়ে গেল, মৌলনা সাহেবরা তাদের অভ্যাসগত ভাবে হিন্দু বিরোধী উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ যত পরিমাণে দিচ্ছিল তত পরিমাণে জলসার মাঠ শূন্য হতে লাগছিল। রাত ১২টার পর জলসাতে একটাও মুসলমান ছিল না। জলসা বন্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে হিন্দুর হরিনাম নিবিঘ্নে চলছে। আগের থেকে হিন্দুর সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়ে হরিসভার মাঠটা হিন্দু পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, সাথে সাথে সংহতি ভাইদের আলাপ আলোচনায় হিন্দু ঐক্যের চেতনার প্রকাশ ঘটল। আর সেই ভীতু হিন্দুগুলো আশ্চর্য হয়ে গেল।

এ সমস্ত হল কী করে? কারণ, এই চড়াবিদ্যা অঞ্চলে মুসলমানদের ব্যাপক দাপট থাকা সত্বেও হিন্দু সংহতির যুবকরা সাহসের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অন্যায়, অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। প্রয়োজনে পালটা জবাবও তারা মুখের ওপর দিচ্ছে, হিন্দু মানুষের মনে বিশ্বাস জাগাতে পারছে। তাই তো সমস্ত হিন্দুরা হিন্দু সংহতির ডাকে সাড়া দিয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে মিলিত হয়েছিল। হিন্দুরা তাদের জড়তা, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছে, মুসলমান ভাইরা তা বুঝতে পারছে।

বিশেষ কারণবশতঃ 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ' পত্রিকা গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় নি। পাঠকের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

এই পত্রিকা পাওয়া যাবে
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405